গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
www.pmedutrust.gov.bd: ফ্যাক্স: ০২-৮১৯১০১৯

উত্তম চর্চা সংক্রান্ত প্রতিবেদন

শিরোনাম: মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি ও অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে টিউশন ফি প্রদান প্রক্রিয়া অটোমেশন করা।

ভূমিকা: দেশের সকল স্কুল-কলেজ-মাদরাসা-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী ধারণা, সানুগ্রহ অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠন করা হয়। এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং উপদেষ্টা পরিষদ এর চেয়ারম্যান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ট্রাস্ট এর প্রধান লক্ষ্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সারা দেশে উপবৃত্তি প্রদান। ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি ও অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে টিউশন ফি প্রদান: ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ১০,০৯,৬৭৮ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে টিউশন ফি বাবদ ৫৫০,০৬,৮৬,৭৬০.০০ টাকা বিতরণ করা হয়। বছরের শুরুতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর ডাক ও ই-মেইলে পত্র ও নির্ধারিত ফরম প্রেরণের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহবান করা হয়। প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ সকল নিয়ম কানুন অনুসরণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ডাটা সংগ্রহ করে ফরম পুরণ করণের মাধ্যমে তা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করেন। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তথ্যসমূহ একত্রিত করে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য সফট্ ও হার্ড কপি আকারে ট্রাস্টে প্রেরণ করেন। ট্রাস্ট প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাচাই করে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণের জন্য চূড়ান্ত তালিকা তৈরীপূর্বক একটি নির্দিষ্ট তারিখে উক্ত অর্থ শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণ করে।

সমস্যা: মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি ও অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে টিউশন ফি প্রাপ্তির জন্য প্রাথমিকভঅবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তথ্যে নানা ভুল ভ্রান্তি যেমন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের নামের ভুল, শিক্ষাবর্ষের গড়মিল, শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতির হার, মোবাইল নম্বরের ডিজিট কম-বেশি পরিলক্ষিত হওয়া। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর পরিবর্তে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল শিক্ষার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়া, শিক্ষার্থীর মোবাইল নম্বরের পরিবর্তে অন্যের মোবাইল নম্বর এমনকি এজেন্ট ব্যবসায়ীর মোবাইল নম্বরও অন্তর্ভুক্ত হওয়া, উপবৃত্তির এসএমএস প্রেরণ করা সত্বেও যথাসময়ে তা না দেখা, এসএমএস না দেখার কারণে উপবৃত্তি পায়নি মর্মে অত্র অফিসে বার বার ফোন করা এবং উপবৃত্তি প্রাপ্যতার নিয়ম কানুন সম্পর্কে বার বার জানতে চাওয়া।

সমাধান: মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি ও অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে টিউশন ফি প্রদান প্রক্রিয়া অটোমেশন করা হবে। ফলে শিক্ষার্থীদের রেজিস্টেশন, তথ্য যাচাই-বাছাই, উপবৃত্তির জন্য নির্বাচন, অর্থ ছাড়করণ ইত্যাদি কম সময়ে ও সহজে করা সম্ভব হবে। এডমিন প্যানেলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষগণ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণ এবং ট্রাস্টের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী উপবৃত্তি কার্যক্রম মনিটর করার ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। ই-স্টাইপেন্ড সিস্টেমের ড্যাশবোর্ডে সকল আপডেট ও রিপোর্টের পাশাপাশি উপবৃত্তি ও টিউশন ফি'র অর্থ ছাড়করণ সংক্রান্ত রিপোর্ট পাওয়া যাবে। ফলে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই উপবৃত্তি প্রাপ্যতার বিষয়ে মোবাইলে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে অবগত হতে পারবে।

ফলাফল: ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে এই কার্য সম্পাদনে ৪-৫ মাস সময় ব্যয় হত। বর্তমানে ই-স্টাইপেন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে ২-৩ সপ্তাহে সহজে ও দ্রুততম সময়ে উপবৃত্তি প্রদান করা সম্ভব হবে। উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তথ্যসমূহ সার্ভারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

(জান্নাতুল ফেরদৌস)
উপ-পরিচালক (উপসচিব)
ফোন: ০২-৫৫০০০৪২৫
ই-মেইল: dd@pmedutrust.gov.bd